যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, বাংলাদেশ **তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫**

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য তিন মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে ইতালি

বাংলাদেশে বসবাসরত দশ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রতি ইতালির সরকার তার প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেছে। ইতালির দেওয়া এই তিন মিলিয়ন ইউরো জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে (ডব্লিউএফপি) শরণার্থী ক্যাম্পে তাদের জরুরি মানবিক সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে।

ইতালির এই সহায়তা শরণার্থীদের অধিকার এবং মানবিক পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শরণার্থীদের সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউএনএইচসিআর-এর জন্য এক মিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ করা হয়েছে। যা ক্যাম্পে শরণার্থীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং জরুরি পরিষেবা যেমন: নিবন্ধন, শেল্টার, স্বাস্থ্যসেবা, পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার মতো সেবাগুলো প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। বাকি দুই মিলিয়ন ইউরো বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) জন্য বরাদ্দ থাকছে, যা শরণার্থীদের জন্য জীবনরক্ষাকারী খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে মা, শিশু, গর্ভবতী এবং মাতৃদুগ্ধ পান বা ব্রেস্ট ফিডিং নারীদের অপুষ্টি প্রতিরোধের পাশাপাশি তাঁদের জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির মাননীয় রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো বলেন, "এই সহায়তা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের প্রতি ইতালির প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ। এই প্রতিশ্রুতি সম্প্রতি ঢাকা সফরের সময় ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মারিয়া ত্রিপোদি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। আমরা ইউএনএইচসিআর ও ডব্লিউএফপি'র মাঠপর্যায়ের কাজকে সাধুবাদ জানাই। এই দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুমুখী মানবিক সংকটে সংস্থা দুইটি সহযোগিতা প্রদান করে চলছে। এই উদ্যোগগুলি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চরম দুরবস্থায় তাঁদের প্রতি ইতালির সংহতিকে প্রতিফলিত করে। যা তাঁদের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় আমাদের প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে।"

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) প্রতিনিধি সুস্থুল রিজভি বলেন, "এই সহায়তা রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ইতালির জনগণের সংহতির প্রমাণ। আমরা সবাই ভালোভাবেই জানি যে, আন্তর্জাতিক সমর্থন আমরা সব সময় সমানভাবে পাব তা নিশ্চিত নয়। এটি এমন এক সংকট যা আমরা ভুলে থাকতে পারি না; এই সংকটকে আলোচনায় রাখতে ইতালির জনগণের মহানুভবতা ও সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) কান্ট্রি ডিরেক্টর ডম স্কালপেল্লি বলেন, "আমরা ইতালি এবং ইতালির জনগণের প্রতি তাদের অবিচল সমর্থনের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। সংকটের আট বছর পার হলেও, কক্সবাজার এবং ভাসানচরের প্রায় দশ লাখ শরণার্থীর মানবিক চাহিদা আগের মতোই জরুরি থেকে গেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটকে বৈশ্বিক এজেন্ডায় অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করতে আমাদের একসাথে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বেঁচে থাকা এবং কল্যাণের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে এআইসিএস এবং ইতালীয় দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানাই।"

জীবিকার সীমিত সুযোগের কারণে প্রায় সব রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের বেঁচে থাকার জন্য মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। কক্সবাজার এবং ভাসান চরের ক্যাম্পগুলোর প্রত্যেক শরণার্থী এখন ডব্লিউএফপি থেকে খাদ্য সহায়তা বাবদ প্রতি মাসে ১২ আমেরিকান ডলার সমপরিমাণ অর্থ পান। শরণার্থীরা ক্যাম্পে অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করেন। যেখানে তাদের প্রতিনিয়ত জলবায়ু পরিবর্তন, অগ্নিঝুঁকি, অনিরাপত্তাসহ নানা ঝুঁকির মোকাবেলা করতে হয়। ইতালির এই সহায়তা শরণার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের রক্ষা করার পাশাপাশি, এই জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এটি ক্যাম্পের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে দৃঢ় করবে; স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সহাবস্থানকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ঝুঁকিতে থাকা প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করবে।

যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দায়িত্বে থাকা ইতালীয় উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থার পরিচালক মার্গারিটা লুলি হ্যানয় থেকে বলেন, "কক্সবাজার ক্যাম্পে বসবাসরত বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাহিদা মোকাবেলায় ইউএনএইচসিআর ও ডব্লিউএফপি'কে ইতালির এই সহায়তা আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকেই ব্যক্ত করে। এই সম্মিলিত প্রয়াস মানবিক নীতির প্রতি ইতালির সদয় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে এবং জটিল সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে এবং নিশ্চিত করে যে, কাউকে পিছিয়ে রাখা উচিত নয়।"

ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি এবং তাদের সহযোগী সংস্থাগুলো - বাংলাদেশ সরকারের সাথে - ২০২৫ সালের যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান) ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানবিক চাহিদাগুলি তুলে ধরবে। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

শেষ

আরো তথ্যের জন্য, যোগাযোগ:

- ইউএনএইচসিআর: শারি নিজমান, কমিউনিকেশনস অফিসার; nijman@unhcr.org ; +880 18 9480 2700
- ডব্লিউএফপি: কুন লি, হেড অব পার্টনারশিপ, কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিপোর্টস; kun@wfp.org ; +880 1322846137
- এআইসিএস হ্যানয় : কিয়ারা আরাঞ্চি, কমিউনিকেশন অফিসার; chiara.aranci@aics.gov.it; +84 86 6388 236,